সমকাল

তারিখ 14 JUL 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ১-৩

জাবি প্রশাসনে নিয়োগ পেলেন ছাত্রলীগের বিতর্কিতরা

■ জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) চার ছাত্রলীগ নেতাসহ ছয়জনকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সোমবার তাদের অস্থায়ী ভিত্তিতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম নিজ ক্ষমতাবলে নিয়োগ দেন। কোনো ধরনের বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন শিক্ষকরা। নিয়োগপ্রাপ্তরা শাখা ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটির দু'জন সহসভাপতি, একজন সাংগঠনিক সম্পাদক ও একজন গণশিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক। বাকি দু'জন ভিসির একান্ত সচিবের স্ত্রী ও তার অফিসের উর্ধ্বতন সহকারীর ছেলে। এমন প্রার্থীদের কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নিয়োগ দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিক্ষকরা। এ নিয়োগকে 'ছাত্রলীগ কোটা' অবহিত করে দর্শন বিভাগের বামপন্থি শিক্ষক সহযোগী অধ্যাপক রায়হান রাইন বলেন, বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই এমন বিতর্কিত প্রার্থীদের নিয়োগ দিলে বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের দিকে ধাবিত হবে। এর দায়দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই নিতে হবে।

নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি রাজীব চক্রবর্তীকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা (শিক্ষা) পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

আরেক ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ফয়সাল হোসেন দীপুকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে। তার বিরুদ্ধে হল-ক্যান্টিন মালিককে মারধর, ছাত্রলীগের প্রতিপক্ষ গ্রুপের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা, সংঘর্ষ, ভাঙচুরসহ নানা অভিযোগ রয়েছে। সর্বশেষ তাকে শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে সাময়িক বহিষ্কার করে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। তাকে নিয়োগ না দিতে গত রোববার রাতে প্রায় ৩৫ জন শিক্ষক উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করেন। দীপু শিক্ষকের ওপর হামলাকারী অভিহিত করে তারা তাকে নিয়োগ না দিতে উপাচার্যকে অনুরোধ করেন।

এ ছাড়া প্রক্টর অফিসে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে নিয়োগ পেয়েছেন ছাত্রলীগের গণশিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক সোহেল রানা। সে হত্যাচেষ্টা মামলার আসামি। পূর্বশত্রুতার জের ধরে গত বছরের ২৩ নভেম্বর মওলানা ভাসানী হলের এক পক্ষের চার কর্মীর ওপর অপর পক্ষের নেতাকর্মীরা হামলা চালায়। এ ঘটনায় আহত এক ছাত্রলীগ কর্মীর বাবা আশুলিয়া থানায় মামলা করেন। সে মামলায় ছাত্রলীগ নেতা সোহেল রানা অন্যতম আসামি।

এদিকে, স্বজনপ্রীতি করে উপাচার্যের একান্ত সচিব মো. ছানোয়ার হোসেনের স্ত্রী তাসলিমা খন্দকারকে ছাত্রকল্যাণ ও পরামর্শদান কেন্দ্রের ক্যারিয়ার গাইডেন্স পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া উপাচার্যের কার্যালয়ের উর্ধ্বতন সহকারী মো. সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে মো. আবু হানিফকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে ছানোয়ার হোসেন ও সিদ্দিকুর রহমানের একাধিক আত্মীয়স্বজন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পদে কর্মরত আছেন।

এ বিষয়ে প্রোভিসি অধ্যাপক ড. আবুল হোসেন বলেন, এটা আমার এখতিয়ারবহির্ভূত। উপাচার্য নিজ ক্ষমতাবলে তাদের নিয়োগ দিয়েছেন। তিনি এ বিষয়ে ভালো বলতে পারবেন। তবে এ বিষয়ে জানার জন্য উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলামকে একাধিকবার ফোন দিলেও তিনি ফোন ধরেননি।